সাধনমঞ্চ

(আদ্যস্তর)

প্রেমাশ্রু

"ছোট দুটি ভুজ পাশে
সে যদি না নিজে আসে,
অনন্ত—মহান্ সে যে—মিছে আশা তারে ধরা!
মিছে আশা তার সাথে,
নীরব নিথর রাতে—
প্রাণে প্রাণে অতি ধীরে, প্রেম বিনিময় করা!"

আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যাতীর্থ
কবিরাজ শ্রী সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বিদ্যাবিনোদ
বি. এ., এল. এম. এস. প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

১৯১৪

মূল্য আট আনা মাত্র
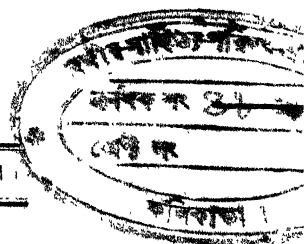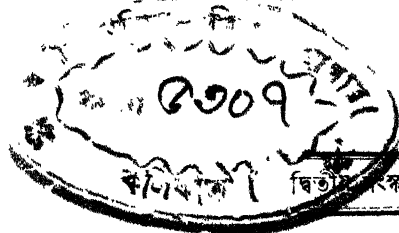
কবিরাজ

শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী, বিজ্ঞানতীর্থ কর্ত্তৃক

২৮ নং, মাণিকতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

সাধনমঞ্চ।

আভ্যন্তর	...	...	...	প্রেমাশ্রু
মধ্যান্তর	...	...	...	পরিচয়
ঊর্দ্ধস্তর	...	...	...	পুষ্পাঞ্জলি

সুহৃদ-প্রেস

২৮ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা।

নদীবক্ষে দিনান্তে কত তরঙ্গ উঠিতেছে, কিন্তু তাহার কোনটি কোথায় গিয়া মিশাইল, কেহই তাহা লক্ষ্য করেন না। আমাদেরও প্রাণের ভিতর, কত কথা, কত ভাব, সেই প্রকারে বিলীন হইয়া যাইতেছে, কে তাহার তালিকা রাখিবে? এই কয়েকটী পদ্য, পরস্পরের অনৈক্য সত্ত্বেও যে একটীমাত্র চিন্তার দ্বারা অনুপ্রাণিত, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়;—কি করিয়া মানুষের প্রাণ শোক তাপে আকুলিত হইয়া সাধনপথে স্তরে স্তরে স্বর্গ রাজ্যের দিকে ধাবমান হয়, তাহারই আভাস ইহার ভিতর কতকটা আছে; আমার সামান্য কল্পনার আলোকে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছে কি না জানি না। ইতি

গ্রন্থকার।

অভিমত।

"প্রেমাশ্রু পড়িয়া এই বুঝিয়াছি, আপনি কবির হৃদয় ও কবির ভাষা এই উভয় সম্পদে সমান সম্পন্ন। আপনার কবিতা গঙ্গাজলের ন্যায় পবিত্র, ইহাও আজিকার বঙ্গসাহিত্যে একটি অসামান্য সম্পদ"—রায় বাহাদুর কালিপ্রসন্ন ঘোষ, বিদ্যাসাগর।

"শাস্ত্রের বজ্রলেপময় সুকঠিন ভাবগুলিকে তুমি কোমল কুসুমে পরিণত করিয়া সুন্দর হার গাথিয়াছ, এহার ভাবুকের কণ্ঠহার হইয়াছে।"—শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামী।

"প্রেমাশ্রু আমি অতি যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছি; ইহা পাঠ করিতে করিতে আমি অনেকবার অশ্রুপাত করিয়াছি; ইহার অনেক কথা আমার হৃদয়ে সেই দয়াময়ের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছে।"—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু।

"ইহার প্রতি অশ্রুকণা মুক্তাফলের ন্যায় স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে আত্মমহিমায় আপনি উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে।"

"ইহা প্রাণের গাথা—সরল সজীব আবেগপূর্ণ জীবন সঙ্গীত! বৈষ্ণব জীবনের স্বভাব সুন্দর প্রেমপ্রবণতা আপনাতে আসিয়া শিক্ষার আলোকে সুমার্জ্জিত সুশোভিত হইয়া দিন দিন বঙ্গ-সাহিত্যে অমৃত বর্ষণ করুক—ইহার অধিক আর কি প্রার্থনা করিব।"—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

"এমন প্রাণস্পর্শী—এমন সরল সুন্দর গঙ্গাজলের ন্যায় এমন পবিত্র কবিতা বাঙ্গালা সাহিত্যে বড় বেশী বাহির হয় না! বাহির হইলে পাপ তাপ ক্লিষ্ট নরনারী অনেক সান্ত্বনা লাভ করিত!"—বসুমতী।

সূচী।

"Help me my God ! my boat is so small and thy ocean so wide ! Smiles.

প্রেমাশ্রু ।

—০—
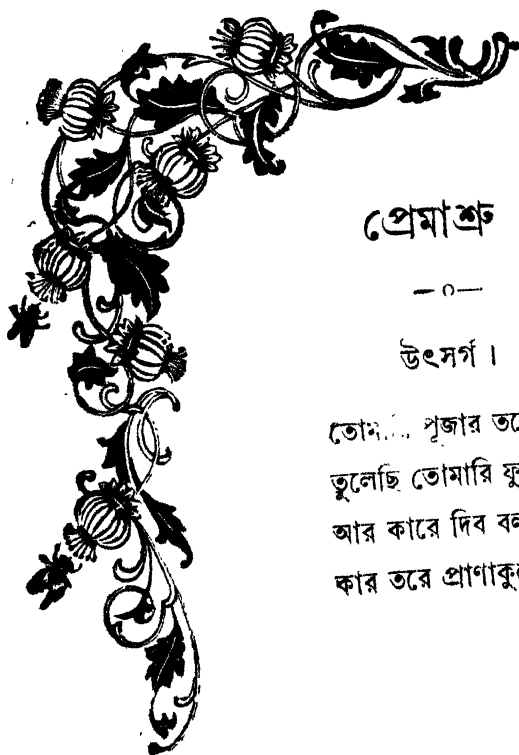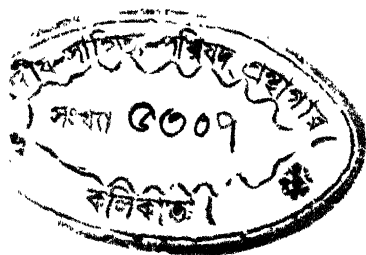
উৎসর্গ ।

তোম[illegible] পূজার তরে
তুলেছি তোমারি ফুল ;
আর কারে দিব বল
কার তরে প্রাণাকুল ?

সন্দেহ।

যে সংসারে ফুটে ফুল,—
হাসে চাঁদ, সুমধুর হাসি;
যে সংসারে মা'র প্রাণে
এত স্নেহ রাশি;

যে সংসারে ভা'য়ে ভা'য়ে
প্রেমের মিলন;
প্রাণ সাথে প্রাণে যথা
প্রীতির বন্ধন;

সেথা কেন উঠিতেছে
এত হাহাকার?
কেন সেথা অবিরাম
শোক অশ্রুধার?

কেন সেথা ভ্রাতৃদ্রোহী,
পিতৃঘাতী জন?
কেন সেথা পত্নী-হন্তা,
সুরা-পরায়ণ—

হিংস্র পশুর মত
ফিরি চারিধার,
আলোকের মাঝে আনে
ঘন অন্ধকার ?

রোগে, শোকে, জরাজীর্ণ
ভগ্ন মন প্রাণ—
কেন সবে নিরানন্দ,
মলিন বয়ান ?

নিরাশ্রয়—নিরাহারে,
কণ্ঠাগত শ্বাস !
সংস্থান ভিক্ষাপাত্র,
শতগ্রন্থি বাস !

মুষ্টিভিক্ষা ! তাও আজি,
মিলে না জগতে ;—
শত প্রাণী অনাহারে
কাঁদে পথে পথে !

বিধাতার প্রিয় সৃষ্টি—
লীলার আগার,
তাহে যদি নিরানন্দ,
শোক অশ্রুধার—

তাহে যদি বল ভাই
এত ভাঙ্গা প্রাণ—
তবে আর রুদ্ধ কণ্ঠে,
কেন গাই গান ?

অতি দীন ক্ষীণ যেথা
পায় নাক গেহ ;
পায় না অনাথ শিশু
জননীর স্নেহ,—

অরাজক সেই বিশ্ব,—
সুধু তাহা দুখের ভবন ;
নাহি সেথা মার মত কেহ,
অথবা, দরদি কোন জন।

অনন্ত যাতনা।

কত চিন্তা উঠিতেছে,
কত কথা ভাবে মন ;—
অসার কল্পনা কেহ,
কেহ মৃত, কেহ বা চেতন।

সংসারের জীর্ণ দেহ,
যেন গো দাঁড়ায়ে দূরে,
"দেহি দেহি" ফুকারিছে,
কি এক বিষাদ সুরে !

মুষ্টিভিক্ষা বলি কেহ
চাহিতেছে কুবেরের ধন ;
কেহ দেয় গালাগালি,
আরক্তিম ক্রোধান্ধ নয়ন।

ভালবাসা স্নেহ প্রীতি,
কেহ না চাহিতে আসে ;
আদরে ডাকিলে কাছে
ঘৃণায় বিকট হাসে।

দৃষ্টিহীন অশ্ব এক,
জরাভারে জীর্ণ কলেবর ;—
নিপতিত পথপ্রান্তে,
তৃষায় ডাকিছে ক্ষীণস্বর !

এখনও জীবন তার,
দেহ ছাড়ি হয়নি বাহির,
কাকে চক্ষু উপাড়িছে—
দরদর বহিছে রুধির !

স্বার্থপর প্রভু তার,
সুখাসনে নিদ্রা যায় ;
নিঠুর মানবজাতি—
কেহ নাহি ফিরে চায়।

সোণার সংসারে থাকি,
কেন এত বিড়ম্বনা ?
এই যদি মনুষ্যত্ব,
এত সুধু—অনন্ত যাতনা !

বর্ত্তমান ও অতীত।

জীবনের অনন্ত সংগ্রামে,
মত্ত আজি সমগ্র সংসার ;
সরস জগৎ তাই—
রসহীন,—বিষাদে আঁধার।

যে দিকে ফিরিয়া দেখি,
সেই দিকে ঘোর কোলাহল ;
একটী আশ্রয় হীন ক্ষীণে, কাঁদাইয়া,
হাসিতেছে সহস্র সবল।

যেথা জীব, সেথা মৃত্যু—
ফিরিতেছে ছায়ার মতন ;
তবু একি ঘোর মোহ ?
একি দীর্ঘ জীবনস্বপন ?

জগতের পৃষ্ঠা হ'তে
শত নাম যেতেছে মুছিয়া ;
অতল বিস্মৃতিজলে,
কত জন গিয়াছে ডুবিয়া।

মানবকঙ্কাল স্মুধু,
যেনরে বিছায়ে আছে ;
দুঃখের সঙ্গীত যেন,
উঠিতেছে তারি মাঝে ।

এই যে বসিয়া আছি,
এইখানে কত দিন,
হয় ত আসিত কেহ,
অবসাদে দীন হীন ।

ভয়ে ভয়ে আসিত সে,
ভয়ে ভয়ে যেত ফিরে ;
কেহ না মিশাত নীর,
অভাগার আঁখিনীরে !

এমনি জোছনা রাতে
এম্‌নি একেলা ব'সে,
সেও বুঝি কেঁদে যেত,
এম্‌নি একেলা এসে !

এম্‌নি দুঃখের গীত,
সেও বুঝি করিত রে গান ;
এম্‌নি উদাসভাবে,
তার (ও) বুঝি গলিত রে প্রাণ !

আজ হেথা, বহিতেছে মৃদুল বাতাস ;
আজ হেথা, বিহগেরা গাহিতেছে গান ;
হয়ত জ্বলিয়াছিল,
একদিন এইখানে,
অবলা বালিকা কার (ও) প্রেমের শ্মশান।

অতীতের স্বরগুলি,
একে একে যত যাই ;
বিষাদ, আঁধার, শোকে,
আবৃত সকল ঠাঁই।

—o—

তন্ত্রীহীন বীণা ।

জীবনেরও কুসুম কাননে,
কত ফুল ফুটেছিল ভাই ;—
আজ যদি চেয়ে দেখ,
কিছু আর নাই !

এ হৃদয় সুধু মরুভূমি,—
হেথা সুধু জ্বলে মরীচিকা,
ভালবাসা, স্নেহ, প্রীতি,—
আসিতেছে শত বিভীষিকা ॥

সহসা এমন ক'রে,
দাবানল যাবে ধ'রে,
কে জানিত মনে ?
কে জানে পুড়িবে তাহে,
সাধের মালতী ফুল,
মল্লিকার সনে ?

খ

কত ফুল—কত মালা !
কত সাধ—কত খেলা !
একটিও নাহি আছে তার ;
প্রেতাত্মার মত যেন—
"আমি" সুধু অবশিষ্ট !
আর আছে, অভাগার
অবিরত অশ্রুধার ।

নিরাশার দগ্ধ স্তূপে,
শত সাধ, শত গান,
নীরবে মিশিয়া শেষ,—
তন্ত্রীহীন বীণা খান ।

—o—

শ্রান্ত।

ভাঙ্গা বুকে নাহি আর বল!
নিরাশাকে জোড়া দিয়া,
কত আর বাঁধি হিয়া,
ছিন্নতন্ত্রী,—ছিঁড়ে অবিরল।

অতি শ্রান্ত পথিকের মত,
চলিয়াছি রাতি দিন,
তবু যেন লক্ষ্যহীন,—
"ভুল ভুল" শুনি ক্রমাগত।

কি জানি কি তরঙ্গের ঘায়,
পদ মাত্র অগ্রসরি,
শতবার যাই পড়ি,
শত বাধা উঠে পায় পায়।

কোমল পরাণে যেন;
কোথা হতে আসে বিষ;
বিষাদ সঙ্গীত যেন
শুনিতেছি অহর্নিশ।

সংসারের পথে পথে,
এত দিন ঘুরে ফিরে,
"কেহ নাই" কেহ নাই"
শিখিলাম শেষে কি রে ?

তাই আজ অবসন্ন
হৃদয় আমার ;
তাই আজ আঁখি প্রান্তে
শত অশ্রুধার।

ফুরাবে না কভু কি গো
এ মহা প্রস্থান ?
কভু কি হবে না শেষ,
বন্ধুর এ মরু দেশ ;—
পরিশ্রান্ত হৃদয়ের
পতন উত্থান ?

এত দিন যুঝিয়াছি,
আর নাহি যুঝা যায় ;—
রণে ক্ষান্ত দিয়া, শ্রান্ত,
আয় তবে আয় আয় !

কালচক্র।

এক স্থানে ব'সে ব'সে,
ভাবিতেছি কত কি ভাবনা ;
কালচক্র অবিরত
করিতেছে আনাগোনা।

নিদাঘ আসিল, আর
দেখা দিয়া চলে গেল ;
বরষার বারিধারা,
জগৎ ভাসায়ে দিল।

অটল অচল ভাবে,
মানব কি বসে আছে ?
কালচক্র অবিরত
ঘুরি ফিরি আসে কাছে ?

অথবা প্রকৃতি কিগো,
ধরিয়া মোদের হাত,
স্থান হ'তে স্থানান্তরে
করিতেছে গতায়াত ?

ফুলের মালার মত,
শ্বেত, কাল, নীল, পীত,
গাঁথা আছে একে একে
বরষা শরৎ শীত ?

সেই সূর্য্য, সেই চন্দ্র,
সেই তারা অগণন :—
পুরাতন গগনেতে
সকলিত পুরাতন !

সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে,
যারা ছিল তারা আছে ;—
লুকাচুরী খেলে স্রধু
পুরাণ দেখায় পাছে ।

আমরাও সেই খেলা
খেলি বুঝি অনিবার ;
এই আছি, এই নাই,—
আসি যাই বারে বার ।

পুরাণ জগৎ পুনঃ
ধরিবে নূতন তান ;
আবার নূতন ক'রে
ফুটিবে নূতন প্রাণ।

বিদেশী পথিক প্রায়,
স্বদেশের পথে পথে,
পুরাণ নূতন ক'রে,
দেখিবরে যেতে যেতে।

মৃত্যুর মন্দির হতে,
আবার নূতন সাজে,
ফিরে ফিরে গতাগতি
যেন কি বিস্মৃত কাজে।
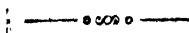
জীবাত্মা।

হৃদয়ের দ্বারে বসে কেন অবিশ্রাম,
বিষণ্ণ প্রাণীর মত, ফেলে অশ্রুধার ?
কেন এ মলিন আঁখি, বিষণ্ণ বয়ান ?
বিশাল বিশ্বের মাঝে কেহ নাহি তার ?

মধ্যাহ্নে বিহগ গায় বিষাদ সঙ্গীত,
সন্ধ্যাকালে ঝিল্লীকুল করে হাহাকার ;
দিন রাত্রি অবিচ্ছেদে উঠে শোকগীত ;—
অন্তরের আর্ত্তনাদে পূর্ণ চারিধার।

মনে পড়ে কৈশোরের কপট প্রণয়,
মনে পড়ে যৌবনের মান, অভিমান,
মনে পড়ে আদি, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু, ভয়,
মনে পড়ে অবশেষ—জ্বলন্ত শ্মশান।

ক্ষুধা-তৃষ্ণা-পরিশ্রান্তা হরিণী যেমন,
ভীষণ মরুর মাঝে ফেলে দীর্ঘশ্বাস,—
সেইরূপ পরিতপ্ত পরিশ্রান্ত মন
কাঁদিতেছে বুকে বহি—অতৃপ্ত পিয়াস।

জীবনের দিন তার প্রায় অবসান,
আসক্তি এনেছে শেষ হৃদয় বিকার ;
মলিন বদন তাই আরও ম্রিয়মাণ,
আঁধার মানস তাই আরও অন্ধকার।

যেন কোন কারারুদ্ধ ভাঙ্গি কারাগার,
পলাতেছে প্রাণপণে নাহি দিশা জ্ঞান,
রক্ষক প্রহরী যত পশ্চাতেতে তার,
"গেল গেল, ধর ধর" তুলিয়াছে তান।

প্রাণ ভয়ে পথভ্রষ্ট অভাগা যেমন,
সম্মুখে সাগর দেখি কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে,
নিকটস্থ হেরি পুনঃ ক্রুদ্ধ রক্ষিগণ,
পরিণাম নাহি ভাবি ঝাঁপ দিয়া পড়ে,—

সেইরূপ প্রাণ ভয়ে ভীত আত্মা মোর,
পরকাল মহাগর্ভে লুকাইতে চায়,
না ছিড়িতে ভাল ক'রে মায়া মোহডোর,
না জানিয়া ভাল ক'রে কে আছে কোথায়।

পুরাতন।

প্রকৃতির সুধু ছেলে খেলা,—
যতনে গড়িল যারে,
পরক্ষণ কেন তারে,
মিছামিছি ভেঙ্গে ফেলা!

যে মাটী মেখেছ তাই—
তা ছাড়া কি কিছু নাই?
যে বুলি শিখেছ বুঝি,
তা ছাড়া নাহিক গান—
সেই সূর্য্য, সেই চন্দ্র,
চিরভগ্ন তাই প্রাণ!

স্নেহের সঙ্গীত কিগো
আর কেহ গাইবে না হেথা?
প্রেমের সঙ্গীতে কিগো
আর কেহ জুড়িবে না গাথা?

সৃষ্টির প্রারম্ভে তারা
যা ছিল এখনও তাই—
পুরাতন ভাঙ্গিয়াছ,
নূতন ত গড় নাই।

যা ছিল এখনও তাই আছে—
সেই জাহ্নবীর তীর,
সেই মলয় সমীর,
সেই কবি জোছনার মাঝে ;

বেদের প্রথমে তারা,
যে সুরে গেয়েছে গান,
এখনও সেই সুর,
সেই ভাব, সেই তান।

বৃন্তহীন সেই আশা,
সেই সাধ, সেই তৃষা,
সেই তিনি (এখনও) অজ্ঞাত অজ্ঞেয় ;
সেই যোগ, সেই ক্রিয়া,
সেই ত কাঁদিছে হিয়া,
সেই সাড়া দিতেছে না কেহ।

জগতের সবই পুরাতন,—
সেই ফুল, সেই ফল,
সেই মেঘে সেই জল,
সেই তারা সেই ত তপন।

—o—

বিকট প্রতিধ্বনি।

বায়ু সাথে মিশে বায়বীয় যাহা,
জল সাথে মিশে যাবে জল ;
ক্ষিতির অসীম ক্ষেত্রোপরি,
মিলাইবে পার্থিব সকল।

ক্ষুদ্র বায়ু ফুকারিছে
মহা বায়ু ব'লে ;
ক্ষুদ্র জল মহাজলে
হবে পরিণত ;
দৈহিক এ অণুপুঞ্জ
মিশে পৃথ্বী কোলে—
সুধু আত্মা তুমি কি গো
নিরাশ্রয় প্রেত !

অনন্ত এ পিপাসার
নাহি কি গো স্থান ?
এ গূঢ় স্নেহের কথা,
এ ক্ষুদ্র হৃদয় ব্যথা,
বারেকও কি করিবে না
কেহ অবধান ?

তবে আর মিছে কেন
এ দগ্ধ পরাণ ধরি ?
তবে আর মিছে কেন
শব দেহ বহে মরি ?

এই বেলা আয় প্রেম
ফুটিবার আগে ;
আর কেন অশ্রুজল
বহ অনুরাগে ?

তবে আয় হতভাগ্য
প্রাণের লুকান ভাষা !
আয় রে আয় রে মোর
বৃন্তচ্যুত যত আশা !

তবে আয় ভাঙ্গা প্রাণ
আরও তোরে ভেঙ্গে ফেলি !
তবে আয় মাতৃহারা
অনাথ উদ্দেশ্য গুলি !

আর কেন মিছা হেথা
করি হাহাকার ?
মরণের পারে যদি
সবই অন্ধকার !
এই বেলা অশ্রু নেত্রে
চল সবে সেথা যাই—
বিকট সে প্রতিধ্বনি
যথা করে "নাই নাই !"

আকর্ষণ।

আছি আছি কেন আঁখি ঝরে ?
কেন রে হৃদয় ফেটে
বিষাদ সঙ্গীত উঠে ?
কাঁদে প্রাণ হাহাকার ক'রে ?

কি যেন কাহার সাথে
কভু কোথা হয়েছে মিলন ;
কি যেন সে ব'লে ছিল
তারে সদা ভাবিতেছে মন।

প্রাণের ভিতরে মোর,
কে যেন লুকায়ে আছে ;
কে যেন মুখের পানে
চাহিতেছে মাঝে মাঝে।

জেগে বা ঘুমায়ে থাকি,
নিরবধি মনে হয়,
এখনি দেখিব তারে,
যারে কভু দেখি নাই।

এই যেন দেখিলাম
করুণ মু'খানি তার ;
নয়ন ফিরালে পরে
কোথাও মিলে না আর !

স্নেহ গেহ পরিজন
সকলি রয়েছে কাছে,
তবু যেন মনে হয়
আরও কে আপন আছে।

হাসিতেছে সব লোক—
আনন্দে ভাসিছে তারা ;
আমিই অভাগা শুধু
আমারই নয়নে ধারা !

অন্বেষণ।

যার মুখ মনে পড়ে,
যার তরে কাঁদে প্রাণ,
সংসারের পথে পথে
(এত ক'রে) খুজিয়াও না পাই সন্ধান!

পথ পানে চেয়ে থাকি
কে যেন আসিবে হেথা,
কে যেন শুনেছে মোর
দারুণ মরম ব্যথা।

গভীর নিদ্রার মাঝে
বুঝি কেহ দেখিছে স্বপন;
শুনেছে সে মর্ম্মভেদী
অভাগার হৃদয় বেদন।

তাই আজ আসিবে সে
খুজিবারে আকুল পরাণে;
সুধাইবে পথে পথে
কেহ যদি জানে।

নয়ন আসার তার
দুধারে পড়িবে ঝ'রে !
কাতরে আসিয়া শেষে
ডাকিয়া সুধাবে মোরে।

চিনি না তাহারে কভু
তবু তারে ভাল বাসি ;
দেখিনি কখন তারে
তবু মনে পড়ে হাসি !

—o—

রঙ্গভূমি ।

জীবনের রঙ্গভূমে,
এত অভিনয় কার ?
এত শোক, এত আশা,
হৃদিস্পর্শি ভালবাসা—
ক্ষণিক বিদ্যুচ্ছটা,
ক্ষণিক আঁধার !

মরমের কেন্দ্র হ'তে,
কখন উঠিছে তান,—
কখন নীরবে রহি
কখন বা ভাঙ্গা প্রাণ !

যেন কোন ক্ষুদ্র তরী ;
অকূলে যেতেছে ভেসে ;
জানি না অদৃষ্টাকাশে,
কত কাল মেঘ ভাসে,
এখনও জানিনা আছে,
কি বিপদ অবশেষে ?

এই প্রাণ হাবুডুবু,
এই আশা, এই স্নেহ !
এই ত পাইনু তারে,
মুহূর্ত্তেকে শূন্য গেহ !

নীরব নির্ঝর।

নির্ঝর নীরব আজ
হৃদয় পাষাণ তাই!
এত মৃগ! কোথা তারা?
এত পাখী! কেহ নাই!

বনের হরিণী এসে
নিরাশে ফিরিয়া যায়,
বিহগ বিহগী আর,
শুষ্ক কণ্ঠে নাহি গায়।

দূরেতে ফুটেছে ফুল—
দূরেতে লতিকা হাসে:
পাষাণ হৃদয় ভাবি
কেহ নাহি কাছে আসে।

আঁখি তার ফুল নাহি দেখে;
অর্থ শূন্য বিহগের গান;
কিছুই না ভাল লাগে হায়,
বড়ই ব্যথিত তার প্রাণ।

কোথা হতে এসেছে সে
তাই শুধু খুজিয়া বেড়ায় ;
যে তাহার আপনার—
তারে স্থধু দেখিবারে চায়।

শুনেছে দরদি নাকি বড়
জগতের ইতিহাস যাঁর ;
তাই প্রাণ আকুল অতি গো !
জানিবারে তাঁর সমাচার।

—o—

কর্কশ কঠোর কিম্বা প্রেম নিকেতন।

শুনিয়াছি জগদীশ তব লোমকূপে
প্রতিষ্ঠিত কত শত ব্রহ্মাণ্ড বিশাল ;
মার্ত্তণ্ড-ময়ূখ মালা উদ্ভাসিত রূপে
দাঁড়ায়ে বিরাট মূর্ত্তি আছে চিরকাল।

নাহি নিদ্রা, নাহি তন্দ্রা, নাহিক বিশ্রাম,
নাহি কিহে জ্যোতির্ম্ময় শ্রান্তিরও আবেশ ?
এক স্থানে এক ভাবে কেন অবিরাম
দাঁড়ায়ে অমন ক'রে বল হৃষীকেশ ?

গম্ভীর তোমার সত্ত্বা-সাগর-সম্মুখে
ক্ষুদ্রতায় পরমাণু মানব জীবন,
দূরাগত জ্যোতি তব না পড়িতে বুকে,
মিশায়ে যেতেছে দেব দেখ অকারণ।

অচিন্ত্য অব্যয় তুমি চিন্ময় পুরুষ—
ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানবেরে কাঁদায়ো না আর !
শুষ্ক কণ্ঠে ঢাল পিতঃ ! স্নেহের পীযূষ,—
মিটাও তাহার এই পিপাসা দুর্ব্বার !

ধ্যানেতে নিমগ্ন যোগী মুদিয়া নয়ন
কি ভাবে বিভোর হয়ে কাটাতেছে কাল ?
বাহ্যিক জগতে কিহে নাহি প্রয়োজন ?
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ এ কি সবই মায়াজাল ?

এক মুষ্টি ধূলি হস্তে ধরিয়া সাদরে
ভুলে আছি তবে কি হে হৃদয়ের ধন ?
কোথা প্রভো ! কই তুমি ! দেখি আঁখি ভোরে
কর্কশ কঠোর কিম্বা প্রেম নিকেতন !

—o—

অনিত্য।

চিরদিন না রহে সৌরভ,
চিরদিন না রহে মুকুল ;
থাকেনা ক যৌবন বিভব,
চিরদিন ফুটেনা ক ফুল।
পূর্ণিমার অবসানে, আসে অন্ধকার ;
আসক্তির পরিণামে হৃদয় বিকার।

—o—

চোখ ফুটা।

জগৎ রে! দূর কর
নয়নের অন্ধকার!
মুছে দাও শোক বহ্নি,
হৃদয়ের হাহাকার!

পিপাসীর বুক হতে,
মরীচিকা ঘন ঘোর
সরাইয়া দাও ওরে
সুন্দর জগৎ মোর!

বিলাপীর দুখ গীত,
করে দাও অবসান,
বারেক দেখাও মোরে,
হৃদয়ের কোন্ স্তরে,
প্রতিধ্বনি করে তব বংশীর সুতান।

যে সঙ্গীত শুনে, তোর
যমুনা উজান বয়,
বারেক দেখাও মোরে,
সেই তান সেই লয়।

আভাস।

কেন রে কল্পনে! আনি দিলি তুই
পরাণ ভুলান ছবি?
বিষাদের বিষে মলিন এ দেহ,
স্বার্থের প্রহারে জরাজীর্ণ গেহ,
বল্ তারে কোথায় রাখিবি?

যাও প্রিয় যাও তথা
যেথা বহে প্রেমের বাতাস,
যেখানে পশে না কভু
হৃদয়ের দীরঘ নিশ্বাস;

জননীর স্নেহ কোলে
যেথা শিশু ঘুমাইয়া আছে;
একটিও কীট যথা
নাহিরে কুসুম মাঝে!

ফুলের সুবাস দিয়া
বাঁধিবে যে ঘর,
তার কি এ বাস সাজে—
কণ্টক উপর ?

স্বর্গের স্বপন সে যে,—
তারে কেন আনিস্ এখানে ?
বিরহীর দীর্ঘশ্বাস
বল্ কেন ঢালিস্ সে কাণে ?

বড়ই কোমল তার হিয়া,
জেনে শুনে তবু কিরে
ভুলাইতে পারি তারে
অশ্রুজল দিয়া ?

কাঁদাইও না মুছ তার
নয়নের ধার ;
সঙ্গে ক'রে রেখে এস
গৃহ যেথা তার ;

স্বপনের ছবি, সেকি জেগে থাকে ?
পাষাণের প্রতি সে কি চেয়ে দেখে ?
ঘুমায়ে ঘুমায়ে সে যে
হাসিয়া আকূল হবে ;
প্রাণের ভাষাটি তার প্রাণেতে মিশায়ে রবে।

কঠোর হৃদয়ে তারে
ভুলাইয়া আনি, হায় !
কাঁদাইয়া দিস্ নারে—
সে যে বড় অনুপায় !

—o—

প্রকৃতির গান।

শ্রবণে বাজিলে সুর সঙ্গীত তোমার,
ভুলে যাই সুখ,
ভুলে যাই দুখ,
ভুলে যাই শোকদগ্ধ নিখিল সংসার।
পাষাণ হৃদয় মোর তবু যেন গলে যায়,
আনন্দের স্রোত আঁখি পথে ছুটে ধায়।

জোনাকি উড়িয়া বসে
তরু শিরোপরে ;
কভু ফুটে কভু মুদে
চারি দিকে ঘুরে ;

তোমার সঙ্গীত সনে,
বাঁধা যেন প্রাণে প্রাণে,
তালে তালে নিবি জ্বলি কত খেলা করে।
কোথা বাজে কোথা গায়,
কিছুই না বুঝা যায়,
প্রাণ যেন মুগ্ধ হয় শুনে তোর গীত—
সুধাই প্রকৃতি তোরে কিসের সঙ্গীত ?

জাহ্নবীর জল চলে
কুল কুল রবে,
স্রোত আসে স্রোত যায়,
কভু পরে গায় গায় ;—
কীর্ত্তনের ভাবাবেশে মত্ত যেন সবে।
আবার ক্ষণেক পরে,
দেখি সব দূরে দূরে
মৃদু মন্দ তানে যেন পুন গান হবে।

বাতাস বহিলে জোরে
পাতাগুলি তেজে নড়ে,
মেঘগুলি ভেসে যায়
গগনের গায়,
কিসের সঙ্গীত এরা আবার সুধাই ?

ঘাত প্রতিঘাত কেন
হৃদয়েতে উঠে—
সরিৎ সাগর ব্যবধান ?
স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা,
নীরবে নীরব আশা,
প্রাণে কেন বহে গো উজান ?

কি এক মোহিনী মন্ত্রে
জগৎ ঘুমায়ে আছে,—
গ্রহ ছুটে, গ্রহ ব'লে,
পৃথিবী ভানুর কাছে।

জননীর স্নেহ রাশি
কার পানে চেয়ে বল,
অবিশ্রান্ত চলিতেছে
বাঁচাইতে ভূমণ্ডল ?

ক্ষুধিতের মুখে অন্ন,
পিপাসীর মুখে জল,
রুদ্ধ নিশ্বাসের কাছে
বায়ু কেন অবিরল ?

কেন এত ভালবাসা
জীব হতে জীবে ঢালা ?
এক বিন্দু অশ্রু জলে
জুড়ায় সহস্র জ্বালা ?

জননীর মুখ পানে
কেন শিশু চেয়ে আছে ?
কেন রে মায়ের প্রাণ
সদানন্দে এত নাচে ?

সরল বালিকা হৃদি
প্রেমে কেন নাচে গায় ?
কেন রে প্রীতির তরে
পর মুখে সদা চায় ?

বিশ্বের নিয়ন্তা যিনি বুঝি গো সে শিশু ছেলে,
তাই সে বেঁধেছে লতা রসালের মূলে মূলে ;
তাই সে বেঁধেছে ওগো জড় জীব এক তারে,
তাই বিশ্ব পরিপূর্ণ একেরই সঙ্গীত ধারে।

—o—

এ ত নহে অতিথি ভবন।

এ ত নহে অতিথি ভবন।
এ যে মাতৃস্নেহে ভরা,
মধুমাখা বসুন্ধরা ;
এ যে তাঁর হাতে গড়া দরদের ধন !

হেথা নাহি ধন্যবাদ,
নাহি হেথা যশোগান ;
এ নহে সে কীর্ত্তি-স্তম্ভ
নাহি হেথা ক্ষুদ্র মান !

প্রেম বিনিময়ে যথা
মহাপ্রেম পাওয়া যায় ;
বিশ্বের নিয়ন্তা যেথা
অযাচিত সব ঠাঁই ;

যেথানে পুত্রের লাগি
জননীর বহে অশ্রুধার ;
অনন্ত মহান্ যেথা
ক্ষুদ্র প্রতি করে অভিসার ;

অতি ক্ষুদ্র কণ্ঠ লাগি
বহে যথা শত নদী ;
একটি ভ্রান্তির লাগি
কাঁদে যেথা শত হৃদি ;

সেথা নাহি ব্রাহ্মণের
ভ্রান্তিভরা মায়া-বাদ ;
সেথা নাহি পণ্ডিতের
পাণ্ডিত্যের রসাস্বাদ ;

নাহি সেথা ছেলে খেলা—
ধূলায় পাতান ঘর ;
প্রাণের বন্ধনে যেথা
বাঁধা জীব বাঁধা জড় ।

কল্পনা কুয়াশা সেথা
রাখে কি আবৃত আঁখি ?
শত দীপ্ত দীনমণি
যথা অবিশ্রান্ত জাগি ।

—o—

মাধ্যাকর্ষণ।

একি মহা আকর্ষণে,
বিশ্ব আজি ভ্রাম্যমান—
অণুতে অণুতে বাঁধা,
জগতে জগতে টান!

ক্ষুদ্র শিশু কেন্দ্র করি,
ঘুরিতেছে পিতা মাতা ;
একটি ফুলের পাশে
শত মধুকর আসে ;
এক মহা বৃক্ষে ঘেরে,
শতাধিক ক্ষুদ্র লতা।

শত তারা পরিবৃত
এক চন্দ্র নীলাকাশে ;
সহস্র তরঙ্গ মাঝে
একটি কমল ভাসে।

একটি রমণীমূর্ত্তি
সুধু ডাকে আয় আয়,—
কেহ ছুটে মার কোলে,
কেহ ছুটে ভগ্নী ব'লে,
কারও পত্নী, কারও কন্যা,
স্তব্ধ নেত্রে কেহ চায় !

একটি আলোক বেড়ি,
সহস্র পতঙ্গ ছুটে ;
সহস্র হৃদয় মাঝে,
একেরই বাঁশরী বাজে ;
মহান্ একেরই স্তোত্রে,
শত বিশ্ব জেগে উঠে।

বাঁশী ।

কি বাঁশী বাজিছে ঐ
অবিশ্রান্ত রাতি দিন !
কি গান গাহিছে সে গো
কি তানে বেঁধেছে বীণ !

সমুদ্র গরজি উঠে,
চন্দ্র, সূর্য্য শূন্যে ছুটে,
প্রবল সে ঝঞ্ঝাবাত
কখন কাঁপায় হিয়া ;

মন্ত্র-মুগ্ধ ফণি প্রায়,
কেহ নির্নিমেষ চায় ;
কেহ ধ্যানপরায়ণ
স্থানুবৎ দাঁড়াইয়া ।

একটি বাঁশীর তান
এত কি মধুর !
একটি সঙ্গীতে কিগো
এত গুলি সুর !

নিস্তব্ধ নিশীথে যবে,
ঝিল্লিকুল করে গান,
তারি বাঁশী সনে বাঁধা,
তারি সুরে সুর সাধা,
সহস্র শিশির বিন্দু,
করে তায় যোগদান।

নীরব সে অন্ধকারে
দুইটি হৃদয়—
দুরু দুরু শব্দে—করে
প্রেম বিনিময়।

তাহারি সুরের সাথে
সুর মিলাইয়া,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি
অবসন্ন কোন হিয়া।

একই অঙ্গুলি সেত !

একইত তার ! —

দীপকের মাঝে বাজে

জলদ মল্লার ।

যেই রুদ্র, সেই শিব—

যেই তৃষা, সেই জল ;

যার মাথে মন্দাকিনী

তারি কণ্ঠে হলাহল !

—০—

মিলন।

আজ বড় উৎসবের দিন—
আনন্দে ভরিয়া গেছে প্রাণ!
নাহি শোক, নাহি তাপ, নাহি অভিমান,
তাই আজ নাহি মুখ বিষাদে মলিন।

যে যেখানে ছিল আপনার,
সকলেই আসিয়াছে আজ ;
তমোময় হৃদয়ের খুলেছে দুয়ার,
বাহ্যিক অন্তর তাই সব একাকার।

যার পানে চেয়ে দেখি,
মধুর মূরতি তার ;
কে যেন নিয়েছে খুলে,
হৃদয়ের দুখভার।

বালক বালিকা তারা
করিছে মধুর গান—
বনের বিহগ যেন
খুলিয়া দিয়াছে প্রাণ।

ফুলগুলি ফুটিয়াছে—
আকাশে জ্বলিছে তারা ;
ঢালিয়া দিতেছে চাঁদ
হৃদয়ে আনন্দ ধারা।

যারে ভালবাসি নাই
সেও আজ হয়েছে আপন ;
যাহা কভু বুঝি নাই
তাও আজ বুঝিতেছে মন।

ধূলিকণা ! তাহারাও পেয়েছে আদর ;
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা
হৃদয় মন্দিরে আজ
আলিঙ্গন করে পরস্পর।

যে আজ সুমুখে আসে
সেই যেন বড়ই স্বজন ;
বুকের ভিতর তারে
রাখিবারে—আবেগে উন্মত্ত হয় মন।

এই বুক এত ক্ষুদ্র !
মনে হয় জগতের গেহ ;
বাহিরেতে এত দিন ঘুরিয়াছে যারা
আজ তারা ফিরিবে না কেহ !

আয় তোরা আয় রে জগৎ !
প্রাণভোরে করি আলিঙ্গন ;
দূরে দূরে চিরদিনই ফিরে
থাকিবি রে পরের মতন ?

ভাল ক'রে পাইনি দেখিতে
অন্ধকারে তোদের ও মুখ ;
তাই আজ ডাকি সমাদরে
পেতে দিই অতি ক্ষুদ্র বুক ।

আজ যেন পাইয়াছি
প্রাণ যাহা চায় ;
তাই আজ তোমাদিগে
চিনিয়াছি ভাই ।

তোমরা যাহার কোলে থাকিতে ঘুমায়ে,
তার কোলে এই দেখ, আমিও—আমিও শুয়ে ।

আত্মনিবেদন।

হৃদয়ের উপাস্য দেবতা !
কর কর এই আশীর্ব্বাদ—
যেন আর না মরি ঘুরিয়া,
ভ্রমে ভবারণ্যে,—অজ্ঞান উন্মাদ !

হাত ধরি, সঙ্গে করি
অন্ধকে চালাও হরি !
অন্ধকারে আর তারে দিওনা ছাড়িয়া !
কাতরে কাঁদিলে তারে,
ফাকী দিয়া বারে বারে
পাষাণ হৃদয়ে প্রভো যেওনা চলিয়া !

এস হরি, দীনবন্ধো !—
জীবনের মহোচ্চ আলোক,
তিমির করিয়া নাশ,
কর পূর্ণ তব তত্ত্বে ইহ পরলোক !

আর না ঘুরিব আমি
সংসার আবর্ত্ত মাঝে ;
আর না স্বার্থের তরে,
বেড়াইব ঘরে ঘরে,
দীন হীন ভিখারীর সাজে।

যে পথ দেখায়ে তুমি
দিলে দেব কৃপা করি,
সে পথে পথিক হয়ে
উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম গাহিব পরাণ ভরি।

সাধু ভক্ত পদ ধরি,
সুধু গাব নাম হরি—
আলোক জ্বলিবে চারিভিতে ;
শোক তাপ দূরে যাবে,
জগৎ হাসিবে পুনঃ প্রফুল্লিত চিতে ;

এস হরি এস তবে,
আমাদের দুঃখীভবে,
দূরে তুমি থেকনাক আর ;
হৃদয় কানন ছাড়ি,
বৃন্দাবন পরিহরি,
কেন জ্ঞান-মরু মাঝে করিছ বিহার।

প্রেমের সরস রসে,
রসিয়া গিয়াছে মন ;
তাই গাহি হরিনাম
হেরি রূপ মদন মোহন।

ভাই হয়ে ভাই ব'লে
ডাকিব কানাই তোরে :
মা হয়ে যশোদা সেজে
বল্‌ব কানু আয় ওরে !

রাধার প্রেমের ভোরে,
কুল মান দিব ছেড়ে,
হরিনামে স্থধু অভিরতি ;
হরি যে জগৎ কর্ত্তা,
হরি মুক্তি, হরি বার্ত্তা,
হরি প্রেম, হরি প্রাণপতি।

হরি মাখা ভূমিতল,
হরি পিপাসার জল,
হরি উচ্চ প্রেমের শিখর—
হরি হতে সব উঠে,
হরি পানে সব ছুটে,
হরি হরি গাহে জীব জড় !

বুঝেছি স্বধর্ম্ম কিবা ;—
কেন পর ধর্ম্ম সেবা ?
মধুর বৈষ্ণব ধর্ম্ম করিব প্রচার !
গোরা পদ ধূলি মেখে,
গোরা সঙ্গে থেকে থেকে,
হরি জল হরি অন্ন করিব আহার।

প্রিয়তম।

কে আছে জগতে সম
তোমা হতে প্রিয়তম—
আত্মীয় স্বজন যারা,
তারা কি তোমার সম?

সংসারের যাহা কিছু
সব দূর দূরান্তরে;
কেবল তুমি হে দেব
অন্তরেরই অন্তরে।

বায়ু বহিতেছে হৃদয়ের
অতি কাছে,
পিপাসার জল প্রভো!
তাহাও ত আছে।

কাঁদিব হরষে হেরি
সুন্দর রচনা দিলে,
ফুটালে গগনে তারা
ধরণী ছাইলে ফুলে;

ভালবাসে—মা পেয়েছি
পেয়েছি স্বরগ হাতে ;
ভাই বোন তারা সব
সুখ শান্তি সাথে সাথে ।

আলোক তোমার জ্যোতি,
আঁধার তোমারই ছায়া ;
আলোকে আনন্দ ভাসে
আঁধারে বাড়িছে মায়া ।

তুমি ভাল বাসিয়াছ—
জগৎ বেসেছে ভাল ;
আঁধার ছিল এ প্রাণ
তুমিই জ্বেলেছ আলো ।

এক ফোটা ইহকাল
দুদিনে ফুরায়ে যেত,
পরকাল আনি তাই
জীবন বাড়ালে এত ।

মৃত্যুর বিকট ছায়া
মুখেতে পড়েছে যার,
বল, বিভো, তোমা ছাড়া
কোথা শান্তি আছে তার ?

আজ যারে ভাল বাসি,
কা'ল যে, সে ছেড়ে যাবে :
আজ যে বাসিবে ভাল,
কা'ল মোরে কোথা পাবে ?

প্রাণের মাঝারে যদি
তোমারে সতত পাই,
কি আর চাহিবে শিশু
মার কাছে যাহা নাই ?

স্তোত্র ও তোটক।

জগদীশ ব'লে, নয়নের জলে
পরিতাপ শিখা নিবিবেক যবে,
হৃদয়ের সনে, সুগভীর বনে,
অভিলাষ চিতে ভজিতে চরণে।

ভব বন্ধন ছিন্ন ক'রে মনরে,
অবিরাম মুখে, হরিনাম কথা ;
বলরে বল দীন দয়াল বিভো।
করুণাং কুরু মাং লঘুচিত্তজনং

জগদীশ পাদং, ভব খেদহরং ;
অনিশং জপরে পরিতপ্ত মনঃ।
দুখ ভার ভরে অবসন্ন জনে,
বল কে নিরখে নিজ পুত্র ব'লে ?

বিষয়ের তৃষা মন তুচ্ছ করে,
হরিভক্তি সুধারস পান সদা ;
হরিনাম মুখে, হরিনাম বুকে,
করুণার সরে যদি মগ্ন হবে।

—o—

দরদি ।

গাওরে জগাই, গাওরে মাধাই,
হরিনাম আজ গাও দুই ভাই,—
তোদের বদনে হরিনাম শুনে
প্রেমমদে আজ মাতিবে নিতাই।

স্থরাপানে তোরা ছিলি মাতোয়ারা,
হরিপ্রেমে আজ হও জ্ঞানহারা ;
হরিনাম গেয়ে, চল দুই ভায়ে,
কাঁপায়ে গগন কাঁপাইয়া ধরা।

মৃদঙ্গ, মন্দিরা. করতাল করে,
চলরে জগাই যাই ঘরে ঘরে,
পায়ে ধ'রে সেধে, বল্‌ব কেঁদে কেঁদে
উঠ জাগ, আর কেন ঘুম ঘোরে।

বৃথামোদে আর কেন রে পাগল ?
কেন সুধা ভ্রমে সেবিছ গরল ?
দিন যায় চলে,
দেখ আঁখি মেলে,
ছেড়ে দেরে ভাই মিছা কোলাহল।

দ্বারেতে দাঁড়ায়ে, ভিখারীর বেশে.
প্রেম ভিক্ষা যাচে, পরমেশ এসে,
এখনও কি তোরা,
র'বি জ্ঞান হারা,
সদা অচেতন বাসনার বিষে।

বড় প্রিয়তম, তোমাদের হরি;
বড় যে দরদি আহা মরি মরি!
ফিরাওনা তারে,
ডাকি বারে বারে,
একবার গেলে আসিবেনা ফিরি।

পাপীর দুর্গতি করি দরশন.
কাঁদিতেছে প্রাণ, কাঁদিতেছে মন;
অবোধের তরে,
সদা আঁখি ঝরে,
তোমা বিনা প্রভো কে আছে এখন!

—o—

নীরবে নীরবে ।

শুনেছি জ্যোৎস্নালোকে কোকিল কূজন ;
মধ্যাহ্নে মেঘের পাশে চাতকের তান ;
শুনেছি নিরাশ হৃদে আশার গুঞ্জন ;
বন্ধুহীন দূরদেশে স্বদেশীর গান ।

শুনেছি বীণার ধ্বনি গভীর নিশায় ;
জাহ্নবীর মধুমাখা পবিত্র নিঃস্বন ;
শুনেছি ত সামবেদ ললিত ভাষায় ;
প্রণয়ের প্রাণ খোলা প্রিয় সম্ভাষণ ।

একি তৃষ্ণা ! একি ক্ষুধা ! অনন্তেরই তরে,
অজানিত সৌরভের মধুর নিশ্বাসে,
কি আনন্দ ঢেলে দেয় হৃদয় নিবাসে !
কি মত্ততা এনে দেয় শোকতপ্ত নরে !

কোথা সেই মনচোর, না জানি কোথায়,
লুকায়ে নীরব প্রেমে ভালবাসে মোরে ;
সুষুপ্তির অন্তরালে হাত দুটী ধ'রে,
বলে সুধু "জেগে ওগো ভুলনা আমায় !"

অনন্ত বিস্তৃত অহো তার প্রেম রাশি—
স্বর্গ মর্ত্ত্য সমভাবে করি আলিঙ্গন ;
উজলিছে দশদিক কি যে সে নয়ন !
মধুর কৌমুদী হ'তে মধুময় হাসি—

নিদ্রিত শিশুর পাশে জননী যেমন,
প্রাণভোরে বালকেরে শতচুমি খায়—
তেমতি কোলেতে করি কে যেন আমায়,
প্রাণভোরে বারে বারে ডাকে অনুক্ষণ।

লুকান জননী কিরে ! কেহ বুঝি হবে—
তাই এত সঙ্গোপনে এসে চলে যায় ;
তাই বুঝি দেখা হলে এত চুমি খায়,
একি ধারা স্নেহ করা নীরবে নীরবে।

চপলা।

কে তুমি গো একাকিনী—
বিদেশিনী বেশে,
ভ্রমিতেছ অন্তরের
অচেনা প্রদেশে ?

ভিখারিণী বেশে কভু
হৃদয় গলাতে চাও ;
কভু বা মায়ের মত,
স্নেহে মাখা শত শত,
ঘুমান্ত কপোলোপরি,
নীরবেতে চুমি খাও।

কভু হেরি সখিবেশে,
দাঁড়ায়ে হৃদয়দেশে—
ভ্রূকুটি কুটিল চক্ষে,
কভু রুদ্রবেশ পর ;
এই আছ, এই নাই,
এই পুন সাড়া পাই,—
মেঘেতে বিজলি যথা,
চঞ্চল মূরতি ধর।

কপট প্রণয়ী সাজি,
কভু তুমি চাহ প্রতিদান ;
কখন বা না চাহিতে,
কি জানি কি দিতে দিতে,
সরল বালিকা প্রায়
ঢেলে দেও প্রাণ !

কত ভাবে, কত স্থানে—
কভু প্রেমে, কভু জ্ঞানে,
মাভৈঃ রবেতে কভু,
শ্মশানে দিতেছে সাড়া ;—

কে জানে চপলা তোরে !
কখন কি বেশ ধ'রে
হাসায়ে কাঁদায়ে মোরে,
করিস পাগল পারা !

—o—

তার প্রেমে নূতন বিচার।

বড়ই নিঠুর হরি!
বরষ বরষ তাহার পিয়াসে
কত ঢালিনু নয়ন বারি!

সে ফেরে বনে বনে,—
বন তার ভাল লাগে;
প্রাণ মন সকলি সে ছেড়ে
ফেরে কার অনুরাগে!

কে জানে কেমন ধারা তার—
কাছে আসে দেখিতে না পাই;
এত ক'রে ডেকে মরি,
মুখেতে সাড়াটি কভু নাই।

বড় যবে কেঁদে উঠে প্রাণ,
ফুল ফলে ভুলাতে সে চায়;—
(বলে) ঐ দেখ তারকা গগনে;
ঐ শশী অসীমেতে ধায়।

(বলে) ঐ দেখ মহাসিন্ধু পানে,
স্রোতস্বিনী চলেছে ছুটিয়া ;
(বলে) ঐ দেখ অনন্তের কোলে
মানবাত্মা অটল বসিয়া।

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তার ভাষা,
বুঝিতে পারি না কিছু তার ;
কি বলে সে কি যে ভাবে,
তার প্রেমে নূতন বিচার !

হৃদয়ের এত কাছে থাকে,
তবু তারে চিনিতে না পারি !
পরাণের এত কাছে ফেরে,
তবু তারে ধরিয়া না ধরি !

শিশুর কোমল হাসি দিয়ে,
কেমন গঠিত তার প্রাণ ;
বিশাল ললাট পরে (তারকার মত)
জ্বলে তারা জ্বলিছে নয়ান।

যেখানে যা ভাল আছে—
সকলেরই সমাবেশ সেথা ;
পরাণ পাগল ওগো তাই—
রহিতে পারি না আর হেথা !

অভিমান।

এসে বুঝি ফিরে গেছে সে!
নবোঢ়া বালিকা প্রায়,
বড়ই লাজুক হায়,
তার মত অভিমানী—এ জগতে আছে কে?

কত রূপ ঘেরে চারি ধার!
কত হাসি নয়নে মিলায়!
কত তারে ছিল বলিবার—
সে আমার রহিল কোথায়?

আর বুঝি আসিবে না ফিরে—
আর বুঝি দিবে না সে সাড়া;
শূন্য মোর হৃদয় আকাশে
ফুটাবে না আঁধারের তারা।

একবার এস তুমি এস ওগো ফিরে!
নিয়ে যাও প্রাণের আদর
একবার বল শুধু মোরে
অভাগায় কর নাই পর।

নিরাশ্রয় কাঁদে জীব তোমার বিহনে ;
নিরানন্দ তার আজ সাধের সংসার ;
তুমি কি অমন ক'রে অভিমান ভরে,
একবার ফিরাইলে, আসিবে না আর ?

বড় যে দরদি তুমি হরি !
পরাণের বড় আপনার --
তুমি গেলে থাকিতে না পারি
তুমি গেলে সব অন্ধকার !

আর লাজে কাজ নাই ভাই !
সরম ভরম প'ড়ে থাক,
ক্ষুদ্র মাথা চরণে বিকাই,
ক্ষুদ্র হিয়া জুড়াইয়া যাক্ !

—o—

অভিনব।

মুখেতে কথাটি নাহি কব—
সুধু সাধ দেখি তায়
দিবস নিশায়,
দণ্ডে দণ্ডে চির অভিনব।

"সে আমার আমি তার"
এই কথা একবার
বলিব গোপনে তার কাণে ;
জগতের তরু লতা,
শুনে সে রহস্য কথা,
নিস্তব্ধ রহিবে এক স্থানে।

অতি ধীর মৃদু পায়,
আসিলে মলয় বায়,
আমি আর কথাটি না কব ;
গগনের শত তারা,
আনন্দে হইবে সারা
নেহারি কীটের এই
প্রেম অভিনব।

মহান্ অনন্তে আমি,
পেয়েছি হৃদয় স্বামী ;
অতি ক্ষুদ্র—হইয়াছি
তার প্রিয়তম !
কি আছে বলিবা আর,
বলেছি যা বলিবার,
"ষোড়শেন যুজ্যতে লোকে"
বুঝিতেছি ভ্রম ।

———o———

অভিসার।

মুরারির হাতে মোহন মুরলী
শুনলো শুনলো বাজিছে সই !
শুনলো সজনি ! যমুনার বুকে
মধুর কল্লোল উঠেছে অই !

সহকার শাখে ডাকিছে কোকিল
ময়ূর নাচিছে তমালে তমালে ;
কুঞ্জে কুঞ্জে কুসুম ফুটিছে,
গগন ঘেরিছে তারকা জালে।

বসন্ত হিল্লোলে, সান্ধ্য সমীরণ,
শন্ শন্ করে ছুটিছে ঐ—
মাধব আমার যমুনা পুলিনে,
কি ক'রে সখিলো ঘরেতে রই !

ভ্রমর ছুটিছে, মকরন্দ আশে ;—
চিত হারা প্রাণ, চাহেনাক বাসে ;
লাজ পরিহরি,
বলে হরি হরি,
চললো চললো শ্যামল পাশে।

মল্লিকা, মালতী, জাতি, যূঁথী যত,
মাধবে হাসাতে, হাসিতেছে কত !
আমরা সজনি ! কেন বিষাদিত ?
কেন না হাসিব,—শ্যাম যদি হাসে ?

কুল, মান, শীলে, কাজ কি সজনি !
কাজ কি ভরমে, স্নেহ, গেহ, ধনে !
জলাঞ্জলি দিয়া—হীরা, মুক্তা, মণি,
মাধব যেখানে যাই সেই বনে।

—০—

(মাধুর্য্য)

ব্রজ।

এ যে প্রেম—এত নহে
যৌবনের হাস উপহাস,
দৈহিক যাতনা কিম্বা,
ব্যাধিগ্রস্ত চিত্তের উচ্ছ্বাস।

প্রণয়ের যে পিপাসা,—
সে যে সব, প্রাণের ভিতর ;
কামনার যে ঔষধ,
এর তাহা সম্পূর্ণ অপর।

ক্ষুদ্র শিশু নহে প্রেম,—
মা বলে কাঁদে না প্রাণ ;
এযে তার হৃদয়ের
প্রতি অণু প্রতি টান।

অয়সের সাথে যথা,
চুম্বকের গূঢ় আকর্ষণ—
প্রাণে প্রাণে, এ যে হেরি,
পরাণের গভীর মিলন !

এত নহে মার তরে,
পুত্রের চীৎকার ;
এত নহে সন্দেহের,
সমস্যা প্রচার।

নবোঢ়া বালিকা প্রায়,
এ যে পতি পাশে ধায়—
এ যে চায়, প্রাণভোরে
করে তারে আলিঙ্গন ;

এ নহে ব্যথীর ব্যথা,
এ নহে রহস্য কথা ;—
বারিধির বক্ষে এ যে
তৃষিতের আত্মনিবেদন।

এ নহে অমরাবতী,—
নাহি ইথে নন্দন কানন ;
আহিরিণী মাথা ব্রজে,
ধবলী, শ্যামলী, বৃন্দাবন।

—o—

আগমনী।

ঢালিছে জীবন গর্ভে, কে যেন কি সুখধারা ;
লুকায়ে অজানা দেশে কভু কি দিবে না সাড়া ?
চিন্তামগ্ন ভগ্ন প্রাণে,
কেন এ কুহক এনে,
সঞ্জীবনী শক্তি রাশি,—মহৌষধি বেঁধে দেয় ?
মরা নদী জলে ভাসে,
মরা প্রাণ কাঁদে হাসে,
মরুকে সরস করা, তার কাছে কেবা চায় ?

মরে আছি, মরে থাকি,
কি কাজ ক্ষণেক জাগি ?
কেন সৌদামিনী স্ফূর্ত্তি, আঁধার গগনতলে ?
কেন এ স্বার্থের প্রাণে,
আত্মত্যাগ টেনে আনে ?
কেন ক্ষুদ্র কীটে বাঁধা, মহা আকর্ষণ বলে ?

সে যদি না আসে হেথা—
থাক মোর ক্ষুদ্র ব্যথা,
ক্ষুদ্র হৃদয়ের তলে চিরদিন সঙ্গোপনে ;
ক্ষুদ্র আশা বুকে ধরে,
ক্ষুদ্রতাকে কোলে করে,
মহা ক্ষুদ্র আমি, মোর কাজ কি অনন্ত ধ্যানে ?

ছোট দুটি ভুজ-পাশে
সে যদি না নিজে আসে—
অনন্ত, মহান্, সে যে, মিছে আশা তারে ধরা ;
মিছে আশা তার সাথে,
নীরব নিথর রাতে,
প্রাণে প্রাণে, অতি ধীরে, প্রেম বিনিময় করা।

আবার।

দারুণ হৃদয় ব্যথা
আর নাহি চাপা যায়—
না কাঁদিতে নেত্রজল
আঁখি পথে ছুটে ধায়।

দুখের দুরন্ত স্রোত,
কি জানি এমন ধারা,
ভাঙ্গিবে পাষাণ হতে
কঠিন হৃদয় কারা!

সাহারার মত যেথা
ধূ ধূ সদা জ্বলিত নিরাশ;
মরীচিকা বুকে বহে,
ছিল যেথা প্রাণের পিয়াস;

সেথাও জগৎ আজ
পাতিয়াছে মায়া জাল,
ডাকিয়া আনিয়া সাথে
জীবন্ত কোরক কীট—
কৃতান্ত করাল।

তাই আজ কাঁদিতেছি—
অবসন্ন হৃদয় আমার ;
তাই আজ করিতেছি,
মর্ম্মভেদী শত হাহাকার।

স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা
কিছু না আনিলি সাথে ;
কিছু না লইলি মূঢ় !
সুখ, শান্তি ছিল যাতে।

আপনিত কেঁদে গেলি,
কাঁদাইলি কেন তায় ;—
দুখিনী জননী তোর,
জনক, প্রাণের ভাই।

একটি নিশ্বাস আহা !
এক ফোটা আঁখি নীর
পাষাণহৃদয় ভেদি,
কভু তোর হয় নি বাহির।

মুখ পানে চেয়ে সুধু,
থাকিত সে রাতি দিন ;—
কভু বুঝি হাসে নাই—
আমার সাধের বীণ !

এতদিন যাহাদের করি পরিহার
ঘুমায়ে ছিলাম ; একি ! তারাই আবার !
সেই অমানিশা আ'জ হৃদয়ের ধন ;
সেই আমি—সেই তুমি—নবীন জীবন !

—o—

অমানিশা ।

আহা অমানিশা !
কেহ না আদরে তোরে—
দুখিনী বালিকা !

তাই বুঝি সারা নিশি
কাঁদিস্ বিরলে বসি,
তাই বুঝি অশ্রুজলে
কোমল মু'খানি ঢাকা ।

তোর এ আতঙ্কময়ী,
নিরখি, মূরতি হায়,
মাতৃ বুকে ভয়ে শিশু
ব্যাকুল, লুকাতে চায় ।

বিহগ বিহগী—তারা
কাঁপিয়া হয় যে সারা ;
ভাবে শত অমঙ্গল
জড়িত তোমার মুখে ;—

তাই কিলো ! সারা নিশি,
কাঁদিস্ বিরলে বসি,
একাকিনী বিষাদিনী,
দারুণ মরম দুখে ?

কাঁদিস না, আয় বালা, মুছে দি নয়ন ধার ;
আমি বড় ভাল বাসি অমানিশা অন্ধকার ।

—o—

ধ্রুবতারা।

ভাঙ্গা গৃহ ভাঙ্গা ঘরে
ভাঙ্গা বুক মনে পড়ে,
মনে পড়ে তার সেই
বিষাদের অশ্রুধার!
মনে পড়ে অবলার
মর্ম্মভেদী হাহাকার!

সেত নহে কঠিন হৃদয়,
তার কেন নাহিগো আশ্রয়?

কোমল লতিকা হ'তে
তার মায়া অধিক কোমল;
ঊষার আলোক হ'তে
তার হাসি বড়ই উজল!

সব তার আপনার—
যে তাহারে স্নেহ করে;
মিলনের মন্ত্র যেন
মুখখানি তার, স্বার্থের সংসারে।

তার মুখ মলিন হেরিলে
প্রাণ যেন শুকাইয়া যায় !
তার বুক দুখেতে কাঁদিলে
আহা ! কেহ মুছাইতে নাই !

একবার চেয়ে দেখি
করুণ মু'খানি পানে ;
একটি সান্ত্বনা কথা
বলি তার কাণে।

ধূলা নিয়ে খেলিতাম,—
হাসিতাম সুখে ;
অশ্রু জল তার সুধু
বাজিত এ বুকে।

ঘুমান্ত মুখানি তার,
ভাবিতাম কথায় কথায় ;
জীবনে জড়ান সে গো
তারে ভুলা বড় দায় !

হৃদয়ের এক পাশে,
সেত সুধু ঘুমাইয়া রবে ;
সলাজ বালিকা সে যে—
জাগিলেও লাজ ভয়ে
কথাটি না কবে ।

শিথিল জীবন-গ্রন্থি,
আঁটেনাক যাহা ছাড়া ;
প্রলয় পয়োধি জলে
সে আমার ধ্রুবতারা !

প্রহেলিকা ।

সেকি গো সুধুই ভুল ?—
এমন আদর করা,
এমন সোহাগ ভরা ;
সেই মুখ—সুন্দর—অতুল !

সেই হাসি চিত্ত বিনোদন !
স্নেহ মাখা সেই প্রাণ,
সেই আলিঙ্গন দান ;
আধ ঘুমে—-আধ জাগরণ !

মৃদুস্পর্শ সুকোমল কর ;
সহস্র চুম্বন দানে
ফুটিতে যা নাহি জানে,
আধ বিকশিত যুগল অধর ।

এই বিস্ফারিত দৃষ্টি !
এই পুনঃ আনত লোচন !
এই আশা ! এই সুখ !
পরক্ষণে কাঁপে বুক,
দণ্ডে দণ্ডে সকলই নূতন !

কাব্যময়ী সেই ভাষা,
সেই সাধ, সেই তৃষা,
নীরব সে গলদশ্রুধার,—
সকলি কি ভ্রান্তিময় ?
অলীক কি সে হৃদয়---
সারল্যের নিভৃত আগার ?

কূপোদকে মন্ত্র পড়ি,
যথা গঙ্গা জল গড়ি ;
তেমতি যে গড়িয়াছে
এই বিশ্ব চরাচর ;

যেই একা ভাঙ্গে চোরে,
পরাণ প্রতিষ্ঠা করে,
যাহার রচিত গৃহ
মুনি-জন-মনোহর !

সে নহে বুদ্বুদ প্রায়—
ক্ষণে আছে ক্ষণে নাই ;
"জীবন কাটির" মত
শবস্তূপে সে যে একা !

যার স্পর্শে হাসে ধরা !
যার স্পর্শে বাঁচে মরা !
সে কভু কি ভ্রান্তি-ভরা—
বেদান্তের প্রহেলিকা ?

—o—

লাজময়ী।

লাজে, জড় সড় আজও,
আজিও সে ভাষা-হীন,
আজিও নীরব মোর
সমাদরে সাধা বীণ।

শুদ্ধ ভাবময়ী যথা
স্তিমিত গভীর নিশা,
আজিও হৃদয়ে তার
অতৃপ্ত শতেক তৃষা ;

পূর্ণ ভাগীরথী ভাবে,
অথচ কি অন্যমনা,—
উথলিতে উথলিতে,
আর যেন উথলেনা।

অতি শুভ্র রজনীতে
যত টুকু মলিনতা,
তাহার হাসির পাশে,
যেন কি লুকান ব্যথা।

নহে সে পরশ মণি,
হৃদয়ের ফুলহার ;
কবির কল্পনা নহে,
সে আমার, আমি তার।

সে।

পাগলের মত বেশ,
নিরাশে উন্মুক্ত কেশ,
আশৈশব নিরাশ্রয়,
বিষাদ মাখান প্রাণ ;

যতনেতে নুয়ে যায়,
সুধু মুখ পানে চায়,
ভাঙ্গিতে শিখিনি যেন,
করিতে শিখিনি মান।

আঁখি দুটি অশ্রু নীরে ভাসে,
এত যে মলিন মুখ, হাসালেই হাসে !

ডাকিলে কাছেতে এসে,
মুখ পানে নাহি-চায় ;
যেন শত অপরাধে
সরমে জড়িত কায়।

যখনি চাহিয়া দেখি,
দেখি তার হাতখানি
কপোল বিন্যস্ত করা,
যেন অতি ক্ষীণ প্রাণী।

মলিন বসন পরা
অবসাদে তনু ক্ষীণ ;
পদনখে ভূমি লিখে,
দীন হ'তে অতি দীন।

নিরালয়ে থাকিবে সে
সদা তার চিত চায় ;
আদর করিলে পরে
লুটাইয়া পড়ে পায়।

ধীরে ধীরে বলে সুধু,—
"দাও ওগো দাও ছেড়ে"
অমনি দুচোখ দিয়া
অবিরত জল ঝরে !

"বুঝিয়াছি" বলিতে সে,
হাসিয়া হইল সারা,—
জানি না কেমন তার,
বিষাদের অশ্রুধারা ?

তাই আজ সাধ ক'রে ;
ডেকে এনে কাছে তায়,
এঁকেছি ছবিটি তার,
হাসি আর নিরাশায়।

পরিচিত।

প্রাণের দুয়ারে ব'সে,
দুখিনী কাঁদিছে ওই ;
দিন গেল, রাতি গেল,
তবু না চাহিল বালা,
তবু সে হাসিল কই ?

ফুটন্ত কুসুম গুলি,
কাছে তার ফুটেছিল ;
বিহগ বিহগী কত,
কাছে তার গেয়েছিল ;

তবু না চাহিল বালা,
তবু সে হাসিল কই ?
দিন গেল রাতি গেল,
প্রাণের দুয়ার ছেড়ে,
তবু না উঠিল ওই।

আহা সেই বিষাদিত,
দুখিনী অনাথা বুঝি হবে !
গেহ নাই, নাহি কেহ তার,
বিশাল বিশাল ভবে !

তাই বুঝি এসেছে সে
চির ভগ্ন হৃদয়ের দ্বারে ;
তাই বুঝি বসে আছে,
এমনি করিয়া হা রে !

—o—

উপহার।

নব বরষের দিনে,
চাহ যদি উপহার,
একবার কাছে এসে,
ধর তবে যা তোমার।

ফুলের সুবাস হ'তে,
হয় যাহা অতীব সুন্দর,
জ্যোৎস্নার হাসি হ'তে,
হয় যাহা আরও শুভ্রতর !

সেই প্রেম, সেই প্রাণ,
বাসনা করিব দান ;
বাসনা—তোমার সাথে
হব আজ একাকার ;

জলে জলবিম্ব প্রায়,
তোমাতে মিশাব কায়,—
নিরাশ্রয় জীবনের
তুমি যে আধার !

তুমি আশা, তুমি স্নেহ,
সঞ্জীবিত তাই দেহ,
পল্লবিত তাই আজ
বিশুষ্ক নীরস প্রাণ।

তোমারে ধরেছি, তাই
ডুবিয়াও ডুবি নাই,
প্রবৃত্তি-আবর্ত্ত মাঝে
তুমি করিয়াছ ত্রাণ।

তুমি ধ্রুবতারা হয়ে,
মুখ পানে ছিলে চেয়ে,
নিবিড় এ অন্ধকারে
তাই মিলিয়াছে পথ ;

তাই আত্মা সুসংযত,
প্রলোভন পরাহত ;
পরিপূর্ণ তাই আজ
দুর্ব্বলের মনোরথ।

তাই আজ সাধ করে,
তোমার পুজার তরে,
করিব গো প্রাণভোরে,
যাহা কিছু আয়োজন ;

দিব আজ উপহার,
যাহা আছে আপনার,
সমর্পিব তব করে,
তোমারি এ প্রাণ মন।

যাহা কিছু দিতে চাই,
সকলি তোমারি দান ;
তোমাতে উৎপত্তি যার,
তোমাতেই অবসান।

মূলাধার।

সে যদি না থাকে হেথা,
সবই শূন্যাকার;—
তারই ফুল, তারই মালা,
তারই চিন্তা সারা বেলা,—
তারই ঘর, তারই ত দুয়ার।

এত আশা, এত প্রীতি,
এত গান, এত গীতি,
হৃদয়ের এত ত চীৎকার,
ফুরাইলে তার গান
সব হবে অবসান;
সেই মূল, (জীবনের) সেইত আধার!
ধূলার পাতান ঘর,
তারই তরে লাগে ভাল;
তার সাথে মিছা খেলা,
হৃদয়েতে জ্বালে আলো।

জীবনের মেরু প্রায়
দাঁড়ায়ে সে আছে, তাই
বহিতেছে সুধীরে নিশ্বাস ;
হৃৎপিণ্ড তাই চলে,
ঘুরি ফিরি তারই বলে,—
সে যে মোর অতৃপ্ত পিয়াস !
স্বপনে আদেশ প্রায়,—
অদৃষ্টে মিলেছে হায় ;
সে যে মোর ব্যথার ঔষধ ;—
তার দরশন পেলে,
মৃতদেহ আঁখি মেলে,
পরশনে পলায় দরদ !
সে যে মোর সাধনার,
সব হ'তে উচ্চ স্তর ;
উজ্জ্বল মাধুর্য্য রসে
সে যে মোর নীরব নির্ঝর !

একেলা।

আজ আমি এসেছি কোথায় ?—
শৈশবের পরপারে,
উত্তপ্ত মরুর ধারে,
যষ্টি-হীন অন্ধ—ক্ষীণ প্রায়।

শতধ্বংস পরিপূর্ণ,—
ঘোর কোলাহল হেথা,—
বাল্যের সঙ্গীতে ভরা—এ নহে সে বসুন্ধরা।
হেথা যে জাগিয়া উঠে,
হৃদয়ে সহস্র ব্যথা !

শত বিদ্রুপের মাঝে,
সহস্র তরাঙ্গাঘাত.
ক্ষত বুকে অবিশ্রান্ত
পড়ে যেথা দিনরাত ;

প্রতি পদক্ষেপে যেথা
কম্পমান স্খলিত চরণ,
প্রতি দীর্ঘ শ্বাসে যেথা
লুক্কায়িত সহস্র মরণ ;

শত ভগ্নতরী যেথা
শত পোত পথ হারা,
সহস্র হৃদয় ভেদী
বহে যেথা অশ্রুধারা ;

অতি দীর্ঘ মরু মাঝে
সহস্র পিপাসী-প্রাণ,
মরীচিকা বুকে যেথা
করে দিন অবসান ;

অগণ্য অসংখ্য যেথা
উঠিতেছে আর্ত্তরব;
প্রতিদিন প্রতিদণ্ডে
হয় যেথা শত পরাভব ;

আজ আমি নিরাশ্রয়
বন্ধুহীন সেই দেশে,
ডাকিতেছি, সকাতরে,
বিশ্বপতি হৃদয়েশে।

—o—